

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮



তারিখ: ১৩.৫.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জলাবদ্ধতা নিরসনে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন : উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।

চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনগুলোর ও নাগরিকদেরসহ সবার সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। মঙ্গলবার উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন আত্মবাদ বক্স কালভার্ট, মহেশ খাল, নাজির খাল ও বীর্ঘা খালের পরিদর্শনকালে এ মন্তব্য করেন উপদেষ্টা। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চলমান খাল খনন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, “জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান কোনো একক সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। সকল নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। এখন সময় নাগরিক দায়িত্ব পালনের। তিনি বলেন, আমি নিজে চট্টগ্রামে প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। তখন শহরে কখনো এরকম জলাবদ্ধতা ছিল না। এটি প্রাকৃতিক সমস্যা নয়, বরং দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও খাল দখলের ফল। যারা অতীতে সিডিএ’র নেতৃত্বে ছিলেন, তারাই মূলত এ অবস্থার জন্য দায়ী। খাল উদ্ধার ও পুনঃখননের প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, “মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের নেতৃত্বে খালের ওপর গড়ে ওঠা দোকান, ঘরবাড়ি এমনকি চিনির গুদাম পর্যন্ত অপসারণ করা হয়েছে। অনেক বাধা অতিক্রম করে আজ আমরা খালগুলোকে আগের রূপে ফিরিয়ে আনার কাজ করছি। আমরা সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকেও এই কাজে সম্পৃক্ত করেছি। এ এক বিশাল সমন্বিত উদ্যোগ উপদেষ্টা বলেন, “আমরা প্রশাসনিক দিক থেকে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। এখন নাগরিকদের দায়িত্ব সচেতন হওয়ার। রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠনসহ সবাইকে সম্পৃক্ত করে আমরা কাজ করছি। আশা করছি, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই জলাবদ্ধতা একদিন স্থায়ীভাবে নিরসন সম্ভব হবে।” নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, খাল পরিষ্কারের পর আবারও যদি কেউ সেখানে ময়লা ফেলে, তাহলে সেটি হবে আমাদের সব প্রচেষ্টার অপচয়। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কেউ বাইরে ময়লা ফেললে, তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিদর্শনকালে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমরা দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামকে একটি ক্লিন, গ্রীন, হেলদি, স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন খাল খনন ও পরিষ্কার কার্যক্রমে সব রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের অংশগ্রহণের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন দেখতে চাই। খাল উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে মেয়র বলেন, নাজিরখাল, মহেশখাল এবং বীর্ঘাখাল আমাদের জলাবদ্ধতা নিরসন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। আমরা মনে করি, একটি স্মার্ট, ক্লিন, গ্রীন ও হেলদি সিটি গড়তে হলে দল-মত নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। আজকের অভিযানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রকৌশলী এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতি তা প্রমাণ করে। মেয়র আরো বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনে ভূমিকা রাখা রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম শহরকে আমরা পরিচ্ছন্ন, আধুনিক এবং বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করতে চাই। এজন্য দল-মত, পেশা, শ্রেণি নির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমি আশা করি, সবাই মিলে আমরা এই শহরটিকে একটি আদর্শ স্মার্ট সিটিতে রূপান্তর করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়া উদ্দিন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, সংসদীয় দলের সাবেক হুইপ, চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর ও সাবেক এমপি আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরী প্রমুখ।



সাবেক কাউন্সিলর এবং চসিকের ওয়ার্ড সচিবদের সাথে মতবিনিময় সভায় ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, তৃণমূল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। তাই স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হলে তৃণমূল নেতৃবৃন্দকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি সোমবার সন্ধ্যায় লালদিঘীর পাড়স্থ চসিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে আয়োজিত এক মতবিনিময়

সভায় এসব কথা বলেন। সভায় নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাবেক কাউন্সিলর এবং চসিকের ওয়ার্ড সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। নগর পরিচালনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে এ সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। সভায় ওয়ার্ড নেতারা তাদের ওয়ার্ডের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মেয়র তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং অন্যান্য প্রস্তাবগুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেন। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, জনগণের সঙ্গে যারা মাটির কাছাকাছি অবস্থান করেন, তারাই জানেন কোথায় কী প্রয়োজন, কী উন্নয়ন সবচেয়ে জরুরি। তাই পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তৃণমূল নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ উন্নয়নের গুণগত মান নিশ্চিত করবে।

মেয়র বলেন, চসিক শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ভর্তুকিমূলক খাদ্য বিতরণ, নাগরিক সেবা সহজীকরণসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি জানান, বর্তমানে চসিক টিসিবির পণ্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেখানে লক্ষাধিক পরিবারের কাছে স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিধবা ভাতা প্রদান, জন্ম মৃত্যু সনদ প্রদান, নাগরিক সনদসহ বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রতিনিয়ত দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এছাড়া নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে সড়ক নির্মাণ, আলোকায়ন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাল খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বহু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে চসিক। এসব প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের মতামত ও চাহিদার প্রতিফলন থাকা দরকার বলে মন্তব্য করেন মেয়র। ডা. শাহাদাত বলেন, তৃণমূলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ওয়ার্ড সচিবদের ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। চসিকের অনেক সেবা এখন ডিজিটাল মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে, ফলে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো জরুরি। তিনি বলেন, যদি তথ্য সঠিকভাবে আদান প্রদান করা না যায়, তাহলে সেবার মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি স্থানীয় নেতাদের আস্থান জানান, তারা যেন তাদের ওয়ার্ডের মানুষের চাহিদা এবং সমস্যাগুলো নিয়মিত চসিককে জানিয়ে দেন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, চসিক সচিব মো. আশরাফুল আমিন, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক একরামুল করিম, এডভোকেট মকবুল কাদের চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর নিয়াজ মো. খান, মাহবুব আলম, ইসমাঈল বালি, মোহাম্মদ আজম, এম এ মালেক, দিদারুল রহমান লাভু, ইয়াসিন চৌধুরী আসু, ডা. নুরুল আবসার, আরিফুল ইসলাম ডিউক সহ বিএনপি নেতৃবৃন্দ ও ৪১ ওয়ার্ডের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)

জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮